Bangladesh Housing, Land and Property (HLP) Rights Initiative

জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রধান পাঁচটি করণীয়

- সারা বাংলাদেশের জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষদের মনিটরিং প্রক্রিয়ার আওতায় আনতে হবে
- চলমান জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আইন ও নীতিমালায় জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে
- জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকারী খাস জমি বন্দোবস্তি স্বচ্ছ, কার্যকর ও ন্যায়সঙ্গত হতে হবে
- অকৃষি খাস জমি জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের মাঝে বরাদ্দ দিতে হবে
- জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের জন্য কার্যকর প্রত্যাবর্তন, স্থানান্তর ও পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে

DISPLACEMENT SOLUTIONS

ভূমিকা:

বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশ হিসাবে স্বীকৃত এবং এই বিপদাপন্নতা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দিন দিন প্রকট হচ্ছে। বাংলাদেশ ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা এবং খরা সহ অন্যান্য দুর্যোগ দ্বারা ঘন ঘন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার হচ্ছে। গড়ে প্রতি বছর দেশের প্রায় এক চতুর্থাংশ এলাকা বন্যার পানিতে নিমজ্জিত থাকে এবং প্রতি চার থেকে পাঁচ বছরে একবার মারাত্মক বন্যায় দেশের ৬০ শতাংশ এলাকা প্লাবিত হয়। গড়ে বাংলাদেশে প্রতি ৩ বছরে একটি বড় ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে যা ঘন্টায় ১০০ মাইলের অধিক বাতাসের তীব্রতা সম্পন্ন ও কয়েক মিটারের অধিক উঁচু জলোচ্ছাসের সৃষ্টি করে। এসব ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের জীবনহানি, ঘরবাড়ি, জমি, জীবিকার ক্ষতির পাশাপাশি দেশব্যাপী জনগোষ্ঠীর স্থানচ্যুতি ত্বরান্বিত করছে, যেমন:

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অধিকাংশ দুর্যোগকে তীব্রতাসম্পন্ন করে তোলে এবং নতুন দুর্যোগ সৃষ্টির পাশাপাশি স্থানচ্যুতি প্রবণতাকে বৃদ্ধি করে। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন যেসব ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলছে তা হচ্ছে:

- ঘূর্ণিঝড়ের মাত্রা বৃদ্ধি, বাতাসের তীব্রতা বৃদ্ধি এবং জলোচ্ছাসের মাত্রা ও উচ্চতা বৃদ্ধি।
- বৃষ্টিপাতের তারতম্য, যা ব্যাপক এলাকাজুড়ে বন্যা এবং নদী ভাঙ্গনের সৃষ্টি করে। যার ফলশ্রুতিতে বসতবাড়ী, সম্পত্তি এবং কৃষি ভূমির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।
- হিমবাহ ও বরফের দ্রুত গলনের ফলে গ্রীষ্মকালেও নদীর পানি প্রবাহের উচ্চতা বৃদ্ধি।
- বাংলাদেশে উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে অপর্যাপ্ত ও অপ্রত্যাশিত বৃষ্টিপাতের কারণে খরার সৃষ্টি ।
- সমুদ্রস্ফীতির ফলে উপকূলবর্তী নিম্নাঞ্চলগুলো সম্পূর্ণভাবে তলিয়ে যাওয়া এবং ভূগর্ভস্থ ও উপকূলীয় নদীতে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশের ফলে সুপেয় পানির অভাব দেখা দেয়া।

এসব দুর্যোগ বিশেষ ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে দরিদ্রতম ও বিপদাপন্ন বাংলাদেশের উপর বেশী প্রভাব সৃষ্টি করে যেখানে পাঁচ কোটির বেশী মানুষ দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে। বাংলাদেশ সরকার এই ভয়াবহ সংকট সম্পর্কে সচেতন রয়েছে যেহেতু শুধুমাত্র সমুদ্র স্ফীতির ফলে আগামী ৪০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের দুই কোটি মানুষ ভিটে হারা/ স্থানচ্যুত হবে।

তথাপি, রাজনৈতিক স্বদিচ্ছা এবং আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সম্পদের অভাবের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যেসব মানুষ নিজস্ব ঘর, ভূমি ও সম্পত্তি হারায় তাদের নতুন জীবন নির্মাণে বর্তমানে কোন সমন্বিত উদ্যোগ নেই। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে স্থানচ্যুত সকল মানুষ সর্ব প্রকার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল মানবাধিকার আইনের আওতায় নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার রাখে।

এই এ্যাডভোকেসি বুকলেটটি জলবায়ূ স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রধান পাঁচটি করণীয় নির্ধারণ করেছে যা বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করার মাধ্যমে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের সমস্যার টেকসই সমাধান নিশ্চিত করতে পারে। এ বুকলেটে প্রস্থাবিত সকল করণীয় মানবাধিকার কাঠামোর উপর ভিত্তি করে তৈরী। আশা করা যায়, প্রস্থাবিত সকল করণীয় বিষয়গুলো আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পাশাপাশি স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সুশীল সমাজ এবং বাংলাদেশে কর্মরত এনজিও সমূহের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করবে ।

জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইনে দায় দায়িত্ব

মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ করে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের বাসস্থান, ভূমি ও সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সরকারের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে সুস্পষ্ট দায়িত্ব রয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (১৯৭২) এ বর্ণিত:

অনুচ্ছেদ ২৭ “সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী ”

অনুচ্ছেদ ১৫ “রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়: (ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসা সহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা (খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার;

অনুচ্ছেদ ১৯ (২) “মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনেতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক

উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন"।
অনুচ্ছেদ ২৫ "জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা------আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা - এই সকল নীতি হইবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি ------"।

বাংলাদেশ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংক্রান্ত দলিলে স্বাক্ষর করেছে এবং পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ যা বাংলাদেশ জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক, যেমন:

- The Convention on Rights of the Child (Bangladesh ratified on 3 August 1990).
- The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Bangladesh acceded on 5 October 1998);
- The International Covenant on Civil and Political Rights (Bangladesh acceded on 6 September 2000);
- The Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Bangladesh acceded on 6 November 1984); and

বাধ্যতামূলক না হওয়া সত্ত্বেও, জাতিসংঘের অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুতির দিকনির্দশনামূলক নীতিমালাটির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের করণীয় রয়েছে যেখানে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও মানবিক আইনের প্রতিফলন ও ধারাবাহিকতা বিদ্যমান। জাতিসংঘের অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুতির দিকনির্দেশনামূলক নীতিমালা অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুতিকে বিশেষভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে: "সহিংসতা এড়ানোর জন্য এবং প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দুর্যোগের ফলস্বরূপ দেশের অভ্যন্তরেই ব্যক্তি বা সম্প্রদায় যারা বলপূর্বক বা পালিয়ে যেতে বা তাদের আবাসস্থল ছেড়ে যেতে বা যেখানে তারা বাস করতে অভ্যস্ত তা ছাড়তে বাধ্য হয়"।

সুতরাং নিদের্শনামূলক নীতিমালা অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অধিকাংশ মানুষ যখন স্থানচ্যুত হয় তখন তাকে অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুত মানুষ বলা যায়।

জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় জাতিসংঘের দিকনির্দশনামূলক নীতিমালাটি প্রাধান্য দেয় :

- আন্তর্জাতিক ও দেশীয় আইনের অধীনে অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুত মানুষ দেশের অন্যান্য মানুষের মতো সমভাবে একই অধিকার সমূহ এবং স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে।

- অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুত মানুষ হিসেবে কোন অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগের ব্যাপারে তাদের প্রতি কোন বৈষম্য করা যাবে না ।
- জাতীয় কর্তৃপক্ষের কর্ম পরিধির আওতাধীন প্রাথমিক কর্তব্য ও দায়িত্ব হচ্ছে অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুত মানুষের সুরক্ষা ও মানবিক সহায়তা প্রদান
- জাতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুত মানুষের সুরক্ষা ও মানবিক সহায়তা চাওয়া ও পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এ ধরণের অনুরোধের ক্ষেত্রে তাদেরকে কোন ধরণের বিচার ও শাস্তির মুখোমুখি করা যাবে না।
- এসব নির্দেশনামূলক নীতিমালা প্রয়োগে গোত্র, বর্ণ, ধর্ম বা বিশ্বাস, লিঙ্গ, ভাষা, রাজনৈতিক মতাদর্শ, জাতীয়, আদিবাসী অথবা সামাজিক উৎস, আইন বা সামাজিক মর্যাদা, বয়স, প্রতিবন্ধীতার শিকার, সম্পত্তি, জন্ম বা একই ধরণের অন্য কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্তের প্রতি কোন প্রকার বৈষম্য করা যাবে না।
- কিছু স্থানচ্যুত মানুষ যেমন: শিশু, বিশেষ করে সহায়হীন নাবালক, সন্তান সম্ভবা মা, শিশু সন্তানের মা, মাতৃপ্রধান পরিবার, প্রতিবন্ধী মানুষ এবং বয়স্ক ব্যক্তিরা তাদের অবস্থা ও বিশেষ প্রয়োজন অনুসারে সুরক্ষা ও সহায়তা পাবে।
- সকল অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুত মানুষের পর্যাপ্ত মানসম্মত বসবাসের অধিকার রয়েছে।
- নিদেনপক্ষে, কোন পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা ও বৈষম্য ছাড়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুত ব্যক্তিগণের জন্য নিম্নলিখিত সুযোগ সমূহ নিশ্চিত করবে:

ক. প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং নিরাপদ পানি
খ. পর্যাপ্ত আশ্রয় ও বাসস্থান
গ. যথাযথ পোশাক পরিচ্ছেদ এবং
ঘ. প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুবিধা ও পয়ঃনিষ্কাশন।

করণীয়-এক

সারা বাংলাদেশের জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষদের মনিটরিং প্রক্রিয়ার আওতায় আনতে হবে

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (BCCSAP, ২০০৯) সুপারিশ করেছে যে, বাংলাদেশ সরকার "জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অভিবাসন বিষয়ে মনিটরিং পদ্ধতি গ্রহণ করবে এবং দেশের ভেতর ও অন্যদেশে অভিবাসনকে মনিটরিং করবে"।

কিন্তু উক্ত সুপারিশ সত্ত্বেও বাংলাদেশ ব্যাপী জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের সার্বিক চিত্র নিয়ে মনিটরিং এর কোন পদ্ধতি এখনো বিদ্যমান নেই।

বাংলাদেশ সরকারের জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দেশব্যাপী স্থানচ্যুত মানুষের মনিটরিং পদ্ধতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা উচিত। এ ধরণের পদ্ধতিতে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের নিবন্ধন ও সেই সাথে সরকার বা বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের নিকট থেকে গৃহীত সহায়তা বা সহযোগীতার বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের জন্য কার্যকরী ও অধিকার ভিত্তিক স্থায়ী সমাধানের নিমিত্তে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রয়োগের জন্য বাংলাদেশ জাতীয়ভাবে এই ধরণের তথ্যের সদ্ব্যবহার করতে পারে। বাংলাদেশে জলবায়ু স্থানচ্যুতির ব্যাপারে নির্ভুল তথ্য প্রাপ্তি জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের সমস্যা সমাধানে কার্যকরী ও অধিকার ভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণের জন্য অপরিহার্য।

জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের মনিটরিং এর ক্ষেত্রে একটি বিশ্বব্যাপী ভাল উদাহরণ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই সকল মনিটরিং তথ্য অন্যান্য দেশসমূহ, যেখানে জলবায়ু স্থানচ্যুতি সমস্যা রয়েছে, সেই সকল দেশ সমূহের সাথে বিনিময় করা যেতে পারে।

সামোয়া সরকার ও UNDP কর্তৃক সাম্প্রতিক সময়ে "সামোয়াতে ২০০৯ সালের সুনামির ফলে অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুত মানুষের মানবাধিকার মনিটরিং" শীর্ষক একটি প্রকল্পের অভিজ্ঞতাসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক রীতির উপর ভিত্তি করে জলবায়ূ স্থানচ্যুত মানুষের মনিটরিং পদ্ধতি প্রণয়ন করা যেতে পারে। সামোয়া সরকারের ঐ গবেষণা প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্যা গুলো সমাধানের উপায় চিহ্নিতকরণ ও সুপারিশ প্রদান। তদুপরি অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুত মানুষের অধিকারের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোযোগ আকর্ষনের মাধ্যমে দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠিকে সুরক্ষা প্রদান, উপযুক্ত সহযোগীতা নিশ্চিতকরণ এবং স্থানচ্যুত মানুষের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ।

করণীয়-দুই

চলমান জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আইন ও নীতিমালায় জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের অধিকারকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে

বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি এবং অভিযোজন সম্পর্কিত বেশ কিছু আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। যেমন:

- জাতীয় পরিবেশ নীতিমালা, ১৯৯২
- উপকূলীয় অঞ্চল নীতিমালা, ২০০৫

- জাতীয় অভিযোজন কর্মসূচি, ২০০৫
- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, ২০০৯
- জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০১০-২০১৫)
- জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা, ২০০১
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন , ২০১২

কিন্তু উপরোক্ত আইন ও নীতিমালার কোনোটিতেই জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলার উপায়সমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবেচনায় আনা হয়নি। সাম্প্রতিক সময়ের অভিজ্ঞতা থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের অধিকার বিশেষ করে বাসস্থান, ভূমি ও সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং নীতিমালা সমূহে যথেষ্ট ঘাটতি ও দুর্বলতা রয়েছে।

জলবায়ু স্থানচ্যুতির বিষয়ে কার্যকরী সাড়া প্রদানের জন্য অধিকার ভিত্তিক আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন এবং সুষ্ঠু প্রয়োগ প্রয়োজন জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক অনেক আইন ও নীতিমালা ইতোমধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে এবং এ সকল বিদ্যমান আইন ও নীতিমালায় জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের অধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা একান্ত জরুরী।

জাতিসংঘের অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুতির দিকনির্দশনামূলক নীতিমালাটি স্থানচ্যুতির বিভিন্ন অবস্থায় সরকারের করণীয়সমূহ সুস্পষ্টভাবে ব্যাখা করেছে। বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বিদ্যমান আইন ও নীতিমালায় এসকল দায়িত্ব ও করণীয় অন্তর্ভুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। এটি সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে, এসকল আইন ও নীতিমালার খসড়া প্রণয়নের সময় অবশ্যই জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের মানবাধিকারের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা।

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতাসহ সরকার সুশীল সমাজকে সাথে নিয়েই সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের জন্য কার্যকরী এবং টেকসই সমাধান খুঁজে বের করতে পারে।

করণীয়-তিন

জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকারী খাস জমি বন্দোবস্ত স্বচ্ছ, কার্যকর ও ন্যায়সঙ্গত হতে হবে

স্বাধীনতা উত্তর কাল থেকে বাংলাদেশ সরকার খাস জমি বন্টন সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল (১৯৯১) এর ৫৩ নং অনুচ্ছেদে খাস জমি বন্টনের ক্ষেত্রে ভূমিহীন পরিবারকে বন্টনের উপযুক্ত গণ্য করা হয়েছে। খাস জমি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ভূমি।
অধিকাংশ আইন ও নীতিমালা সমূহ খাস জমি বন্টনের ক্ষেত্রে ভূমিহীন ব্যক্তিগণ এবং পরিবার সমূহকে বিবেচনায় রেখে প্রণীত। তৎসত্ত্বেও কায়েমি স্বার্থ, খাসজমির বেআইনীভাবে দখল, রাজনৈতিক স্বদিচ্ছার অভাব, প্রশাসনের অদূরদর্শিতা এবং হাল নাগাদ, নিয়মানুক ও ভূমির প্রাপ্ততা সংক্রান্ত সর্বজন গৃহীত তথ্যের অভাব খাসজমি বন্টন কর্মসূচিকে সম্পূর্ণভাবে সফল হতে দেয়নি।

এখনও কৃষি এবং অ-কৃষি ভূমির বৃহৎ অংশ সরকারের নিয়ন্ত্রাধীণ রয়েছে এবং এটি সুস্পষ্ট যে, এই সকল ভূমি জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের সমস্যার টেকসই সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বর্তমানে প্রায় ৩৫ লক্ষ একর খাস জমি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে রয়েছে যার মধ্যে ২৫ শতাংশ কৃষি ভূমি, ৫০ শতাংশ অ-কৃষি ভূমি এবং ২৫ শতাংশ জলাভূমি।

জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে ভূমিহীন মানুষের মধ্যে স্বচ্ছ, কার্যকর ও ন্যায়সঙ্গত উপায়ে খাস জমি বন্টনে সরকারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া জরুরী। এই বন্টন কর্মসূচি হতে হবে অধিকারভিত্তিক ও কর্মসূচির সমস্ত প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করা উচিত এবং খাস জমি বন্টনের ক্ষেত্রে কোন আবেদনকারী ন্যায্য সিদ্ধান্ত পায়নি বলে মনে করলে তাকে পুরো প্রক্রিয়া সম্পর্কে পূনঃঅবগত হওয়ার নিয়ম বন্টন প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে, রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত বিবেচনায় খাস জমি বন্টন না করে প্রকৃত প্রয়োজনের ভিত্তিতে খাস জমি বন্টন করা উচিত। স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য খাসজমি বন্টনের জন্য গঠিত কমিটিতে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিও থাকা উচিত। অধিকন্তু বাংলাদেশের জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহীতাদের ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা উচিত যাতে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের সমস্যার অধিকার ভিত্তিক টেকসই সমাধান নিশ্চিত করা যায়।

ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল (১৯৯১) এর ৫৪ এবং ৫৬নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, নদী ভাঙ্গনের ফলে ভূমিহীন ব্যক্তিগণকে খাস জমি বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রথম অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ম্যানুয়েলটি এমনভাবে হালনাগাদ করা উচিত যেন শুধুমাত্র নদী ভাঙ্গনের ফলে ক্ষতিগস্ত মানুষকে সাধারণভাবে অগ্রাধিকার না দিয়ে সাম্প্রতিক বাস্তবতা বিবেচনায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল ফলাফলের কারণে যে বিপুল সংখ্যক মানুষ ভূমিহীন হয়েছে এবং হবে তাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা, খরা এবং ভূমিধ্বসসহ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল ফলাফলের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে আইনের অধীনে সমভাবে বিবেচনায় রাখা উচিত।

করণীয়-চার

অকৃষি খাস জমি জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের মাঝে বরাদ্দ দিতে হবে

বর্তমানে সরকার ভূমিহীন (জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষসহ) মানুষের মাঝে শুধুমাত্র কৃষি খাসজমি বরাদ্ধ দিয়ে থাকে। ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল ১৯৯১ এর অনুচ্ছেদ ১০২ এবং ১০৩ অনুসারে সরকার ভূমিহীনদের জন্য অকৃষি জমি লীজ প্রদানে আইনি বাধা রয়েছে।

এটি পরিষ্কার যে, ভূমি সংক্রান্ত দেশীয় সমস্যা সমাধান বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের লক্ষ লক্ষ জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের সমস্যার টেকসই সমাধান দিতে পারে। তথাপি, এটি সুস্পষ্ট যে, গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো ও বস্তির মধ্যে অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে বাংলাদেশে জমির মারাত্মক সংকট রয়েছে। তাই এটি অপরিকার্য যে, বাংলাদেশ সরকার কৃষি এবং অকৃষি উভয় প্রকার জমির যথাযথ বরাদ্ধের মাধ্যমে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের সমস্যা সমাধান করতে পারে ।

উপরন্তু, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব-যেমন ঘন ঘন বন্যা, জলোচ্ছাস, খরা এবং নদী ক্ষয়ের কারণে ব্যবহারযোগ্য কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে, তাই জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের জন্য অকৃষি জমি বরাদ্দের পরিমান বৃদ্ধির জন্য নীতিমালা ও আইন পরিবর্তনের ব্যাপারে জোর দেয়া উচিত।

বর্তমানের পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, বাংলাদেশে ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার একর অকৃষি

খাস জমি রয়েছে (মোট ৩৫ লক্ষ একর খাস জমির মধ্যে ৫০ শতাংশ) । বিদ্যমান আইন ও নীতির প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে অধিকাংশ জমি জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের মাঝে বন্টনের সুযোগ রয়েছে, বন্টন পরবর্তী খাসজমি নিজেদের আওতায় রাখার নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা গেলে এই সংকটের সত্যিকারের টেকসই সমাধানের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে প্রতীয়মান হবে।

করণীয়-পাঁচ

জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের জন্য কার্যকর প্রত্যাবর্তন, স্থানান্তর ও পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহন ও বাস্তবায়ন করতে হবে

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের জন্য কার্যকর প্রত্যাবর্তন, স্থানান্তর ও পুনর্বাসন কর্মসূচি দ্রুত বাস্তবায়ন করা।

জাতিসংঘের অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুতির দিকনির্দশনামূলক নীতিমালায় ব্যাখা করা হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও মানবিক আইন অনুযায়ী, বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও প্রধান কর্তব্য ও দায়িত্ব হচ্ছে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের দেশের অভ্যন্তরে স্বগৃহে বা বসবাসের স্থানে স্থানান্তর ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। এই দিকনির্দেশক নীতিমালাটি স্থানচ্যুত মানুষের স্থানান্তর ও প্রত্যাবর্তনে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যাপারেও গুরুত্ব আরোপ করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের স্বগৃহে এবং বসবাসের স্থানে কার্যকর প্রত্যাবর্তন এবং দেশের যেকোন এলাকায় স্থানান্তরের সমন্বিত কোন কর্মসূচি নাই। প্রত্যাবর্তন বা স্থানান্তরের পর জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষদের জন্য কার্যকরী পুনর্বাসনের সমন্বিত কোন কর্মসূচিও নাই। অভিজ্ঞতায দেখা যায় যে, বাংলাদেশে জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের কার্যকরী পুনবার্সনের ক্ষেত্রে জীবন জীবিকাসহ অন্যান্য অনেক সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়।

এটি অত্যাবশক যে, এ ধরণের প্রত্যাবর্তন, স্থানান্তর এবং পুনর্বাসন কর্মসূচিসমূহ জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষের অধিকারকে অগ্রাধিকার দিয়ে তৈরী করা হয়েছে এবং দ্রুত বাস্তবায়িত করা হয়েছে। জলবায়ু স্থানচ্যুত মানুষদের সফল প্রত্যাবর্তন বা স্থানান্তর এবং পুনর্বাসনে আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ/রাষ্ট্রের সহযোগীতা পাওয়ার বিষয়েও এই নির্দেশনামূলক নীতিমালাটি গুরুত্বারোপ করেছে।